

গেস্ট হাউস থেকে ৪ নাবালিকা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

বুদ্ধ্যন্তিবার রাস্তে প্রধানগণের সূকান্দ্যর এলাকা একটি গেষ্ট হাউসে অভিনয় চালিয়ে চার মালিকানা কেসে উদ্ধার করন বিশ্বনাথর দক্ষিণ থানার পুলিশ। অবৈধ কারাবার মুক্ত থানার অভিযোগে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতরা হল সানম দে এবং অনিন্দা দে। বিশ্বনাথর কমিশনারেরেটে গেলোমা শাখা এবং বিশ্বনাথর দক্ষিণ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় ওই গেষ্ট হাউসে উদ্ধার হওয়া মালিকারা পুলিশকে জানিয়েছে, তাদের ডোর কেস দেহাববাসায় নামানো হয়েছিল। পুলিশ হতদের বিলম্বে পালকো আইন-সই একাধিক জায়গায় মামলা দায়ের করে তল্লে শুরু করেছে।

শ্যামপুকুর এলাকায় দুটি পৃথক পক্ষের মামলায় ধরা পড়েছে দু'জন। তাদের নাম সৌরভ রায় এবং নিখো কুমার গুপ্ত। দুটি মামলাই নারায়ণকে হেস্তান্বিত করেছিল। সৌরভ রায় ১২ আগস্ট এবং নিখো কুমার গুপ্তের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ ফেজাজতে রাখার নির্দেশ আলাদাত

পকসো মামলায় ধৃত ২

শ্যামপুকুর এলাকায় দুটি পৃথক পকসো মামলায়
খব্রা পড়েছে দু'জন। তাদের নাম সৌরভ রায় ও
বিনোদ কুমার গুপ্ত। দুটি মামলাই নাবালিকাকে
হেনস্থার অভিযোগে। সৌরভ রায়কে ১২ আগস্ট
এবং বিনোদ কুমার গুপ্তকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত
পুলিশ হোজাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত।

জাল নাথি, গ্রেপ্তার

জান নৃচল দায়িক কৰে নিউ টাইট এলাকা হাৰিশোলা মোজায় ২৭ বিঘে জমি বিক্ৰি কৰে ৭৮ লক্ষ টাকা হাতিয়েছিল নিজামুদ্দিন মোল্লো। বৃহৎপাৰলৰ ধৰে পুলান, শুকুৰাৰা আদলেহে হাজিৰ কৰি হলে আইনজীৱী অভিজিৎ বৰদা দাস জানান, বোঁৰাজাহাৰীয়ে এই নিয়ে মাফলা দায়েৰ য়ে। দৰপৰ যাৱ কাৰে বিক্ৰি কৰা হজমি, সেই ব্যক্তি বিলও অফিসে খোজি নিয়ে দেওপৰ এই নামে কান্ধে ব্যক্তিৰ জমি, নেই। ১৭ আগষ্ট পৰন্ত নিজামুদ্দিনকে পুৰিহ ফেজাজত নিৰ্দেশ দিয়েছে আদালত।

হাঁড়ানিয়ারের পুলিশ হেফাজত

ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকে বিডিও অফিসে ঘুম নিতে গিয়ে বৃত ইঞ্জিনিয়ার বিমল সাহাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার তাকে দূর্বৃত্ত দমন শাখার গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করল। শুক্রবার তাকে কলকাতা নগর দায়রা আদালতের বিচারক দীপ্তেন্দ্রবাবু শিত্রির এজলাসে হাজির করানো হয়। এক দৈনিকের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঘুম নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে।

[illegible]